126757 - কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি নিজের কাপড়ে মযি দেখতে পান

প্রশ্ন

ফজর, যোহর ও আসরের নামায আদায় করার পর আমি আমার আন্ডার ওয়্যারে মযির আলামত দেখতে পেলাম। মাগরিবের আগে আমি আমার পোশাক পরিবর্তন করেছি। এমতাবস্থায় আমি যে নামাযগুলো পড়েছি সেগুলো কি বাতিল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ্।.

এক:

মযি হলো এক প্রকার পিচ্ছিল পানি যা স্বভাবতঃ যৌন উত্তেজনা জেগে উঠলে বের হয়। এটি নাপাক ও ওযু ভঙ্গকারী। কিন্তু এর নাপাকি হালকা পর্যায়ের। এর পবিত্রতার ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানটি ধৌত করা ও কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট।

দেখুন: 99507 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার ফজর, যোহর ও আসরের নামায ইনশাআল্লাহ্ সঠিক; পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়; দুই কারণে:

১। যেহেতু আপনি মযি বের হওয়ার সময় কখন সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটি আসরের পরে বের হয়েছে। এমন সম্ভাবনা থাকায়: মূল অবস্থা হলো পূর্বের নামাযগুলো শুদ্ধ হওয়া। যেহেতু আলেমদের নিকট একটি মূলনীতি হলো: যদি কেউ ইবাদতটি সম্পন্ন করার পর সন্দেহে পড়ে যে, ইবাদতটি কি সহিহ হয়েছে; নাকি হয়নি; তাহলে এমন সন্দেহের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। মুসলিম ব্যক্তি মূল অবস্থার উপর নির্ভর করবেন। মূল অবস্থা হলো: ইবাদতটি সঠিক হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবাদতটিকে বাতিলকারী বিষয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

২। যে ব্যক্তি নাপাকি থাকার কথা না-জেনে নামায পড়ে ফেলেছে কিংবা জানার পর ভুলে গেছে; অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার নামায সহিহ। ইমাম নববী এই অভিমতকে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং নিজে এই অভিমতকে নির্বাচন করেছেন।[আল-মাজমু (৩/১৬৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

গ্রন্থকাররে বক্তব্য: “ভুলে গছে”: অর্থাৎ নাপাকি যে লগেছে সটো ভুলে গছে এবং সালাম ফরোনোর পূর্বে তার মনে পড়নে; তাহলে গ্রন্থকাররে মতানুযায়ী তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। যহেতেু ‘নাপাকি দূর করা’ শীর্ষক নামাযরে শর্তটি এতে লঙ্ঘতি হয়ছে। তাই এ ব্যক্তরি অবস্থা এমন যে ব্যক্তি ওযু ভাঙ্গার কথা ভুলে গয়ি ওযু ছাড়া নামায পড়ে ফলেছে এবং ঐ ব্যক্তরি মত যে ব্যক্তি নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গয়িছেলি।

এ সবকটি মাসয়ালায় অগ্রগণ্য অভমিত হলো: পুনরায় নামায পড়া তার উপর আবশ্যক নয়; হোক সে ব্যক্তি নাপাকি লাগার কথা ভুলে গছেনে কংিবা নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গছেনে কংিবা নাপাকি যে লগেছে সটোই জানত না; কংিবা সগেুলো যে, নাপাকি সটোই জানত না; কংিবা নাপাকরি হুকুম জানত না; কংিবা নাপাকটা কি নামাযরে আগরে, না পররে সটো জানত না।

এর সপক্ষে দললি হলো সইে মহান সাধারণ মূলনীতি যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদরে জন্য প্রণয়ন করছেনে: ‘আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে কাজ চাপয়ি দনে না। সে যা (ভাল) উপার্জন করে তার সুফল সে পায়, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করে তার কুফলও সে ভোগ করে। হে আমাদরে প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই কংিবা ভুল করি তাহলে আমাদরেকে শাস্তি দবিনে না।’[সূরা বাক্বারা, ২: ২৮৬] এই হারাম কাজ যে লোক করছে সে অজ্ঞ ছলি কংিবা বস্মিৃতগ্রিস্ত ছলি। এমন লোককে পাকড়াও করা থকে আল্লাহ্ নস্তিার দয়িছেনে। সুতরাং তার উপর কোন কছিু আরোপ করার বাকী নইে।

এই মাসয়ালায় খাস একটি দললিও রয়ছে। সটো হলো যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দুইটি জুতা পরে নামায পড়লনে যে জুতাতে ময়লা ছলি এবং জব্রিাইল আলাইহসি সালাম তাঁকে বষিয়টি অবহতি করলনে তখন তনিি নতুনভাবে নামায শুরু করলনে না। যদি এটি নামাযরে প্রথম অংশকে বাতলি না করে থাকে তাহলে অবশষ্টি নামাযকওে বাতলি করবে না।[আল-শারহুল মুমতি (২/২৩২) থকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।